www.YaNabi.in

নাস্তিক মতবাদের প্রতিবাদ ও শানে আউলিয়ায়ে কেরাম

PDF BY MOHAMMAD JALAL HOSSAIN REZA

প্রণীত-
মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরতুল আল্লামা
শেরে গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল- কাদেরী
(রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

www.YaNabi.in

নাস্তিক মতবাদের প্রতিবাদ

ও

শানে আওলিয়ায়ে কেরাম

প্রণীত-

মাওলানা আকবর আলী রেজভী, ছুন্নী আলকাদেরী

সাং- সতরশ্রী, পোঃ- ঠাকুরাকোণা,

জিলা- ময়মনসিংহ।

প্রকাশক-

মোঃ আজহারুল হক, চেয়ারম্যান

৬নং (পশ্চিম) ছয়ফুল-াকান্দি ইউনিয়ন কাউন্সিল

সাং- ভেলানগর, পোঃ- রূপসদী

জিলা- কুমিল-া।

মূল্য- .২৫ পয়সা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(০১)

বিছ্‌মিল-াহের রাহ্‌মানির রাহিম

আলহামদু লিল-াহে রাব্বিল আলামিন। ওয়াল আক্কেবাতুলি-ল মোত্তাকিন। আছছালাতো ওয়াছছালামো আলা রাছুলিহি মোহাম্মাদেও ওয়া আলীহিওয়া আছহাবিহি আজমাইন।

আছছালামু আলাইকুম!

ছালাম বাদ মুসলামন ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আরজ এই যে, ১৩৭৬ বাংলা ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবারে কুমিল-া জিলার বাঞ্চারামপুর থানার অন্তর্গত ঘাগুটিয়া গ্রামে এক বিরাট ধর্ম সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। দাউদকান্দি সি, এন্ড, বি, ঘাট হইতে লঞ্চে ঘাগুটিয়া যাওয়ার পথে কয়েকজন নাস্তিক লোকের সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক হয়। জাহাঙ্গীর আলম নামক কায়েদে আযম কলেজের একজন ছাত্রের সঙ্গে সর্বপ্রথম নাস্তিকদের তর্ক শুরু হয়। নাস্তিকতা সম্পর্কিয় বিতর্কের প্রসঙ্গে কোন এক নাস্তিক বলে 'কোরআন শরীফ মোহাম্মদের (দঃ) কাল্পনিক কথা। উহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। উহা কোন ধর্ম হইতে পারে না। বর্তমানে সত্যিকার ধর্ম হইল বৈজ্ঞানিক ধর্ম। কেন না তাহারা যাহা বলে নিজ চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলে। কল্পনার দ্বারা কোন কথা বলে না। যথা চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ ইত্যাদি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নাস্তিকদের সংখ্যা বেশী ছিল। তাহারা নাকি উচ্চ শিক্ষিত। কোরাণ শরীফ কাল্পনিক বলিয়া আলোচনা ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিলে আমি তখন চুপ করিয়া থাকাটা অন্যায় বলিয়া মনে করিলাম।

১) আমি তখন প্রশ্ন করিলাম- বাবারা বলুনতো আপনারা কেহ চাঁদে গিয়াছেন কি? তাহারা উত্তরে বলেঃ না আমরা শুনিয়াছি, পত্রিকায় দেখিয়াছি।

আমি বলিলাম- কে গিয়াছিল, কতজন গিয়াছিল? তাহারা বলিল- আমেরিকার নভোচারী (১) এলড্রিন এডউইন (২) মাইকেল কলিন্স ও নেই ল আর্মস ষ্ট্রং।

আমি বলিলাম- এই খৃষ্টানদের কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রচার করিতে লাগিলেন? বিশ্বাস করিতে ও প্রচার করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কোরাণ শরীফ কাল্পনিক ও মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করায় আমার খুব দুঃখ হইল। শুনেন, নিজে না দেখিয়া খৃষ্টানদের কথা মানিয়া নিলেন। কিন্তু ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল-াহর প্রিয় নবী গোনাহ্গার উম্মতের শাফী সমস্ত সৃষ্টের রহমত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মেরাজে গিয়া অর্থাৎ আল-াহ বোরাকের দ্বারা নিয়া আল-াহ নিজেও দেখা দিয়াছেন, তিনি নিজ চক্ষে আল-াহকে দেখেন। এবং বেহেশত দোযখ তথায় সমস্ত বিষয় বস্তু দেখিয়া অবগত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহার কথা ও আল-াহ কথাকে অবিশ্বাস করা কি বেইমানী নহে? তখন তাহারা বলিল তিনি বেহেশতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আনিয়াছেন কি? বৈজ্ঞানিকেরা তো চাঁদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দৈর্ঘ্য প্রস্থ আনিয়াছেন। আমি বলিলাম- হ্যা নিশ্চয়ই আনিয়াছেন। এক একটি বেহেশত দুনিয়ার দশগুণ বড়। তখন তাহারা প্রশ্ন করিল- এইতো মোল-াদের মুহাম্মদের মত কাল্পনিক কথা। প্রশ্ন করিল- বলুনতো এই বেহেশতটি কোথায় আছে? আমি তখন বলিলাম- মিঞারা, মুহম্মদের (দঃ) কথা কাল্পনিক কি ভাবে হইল? আপনিতো বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিক ধর্মই সত্যিকার ধর্ম। কারণ বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়া শুনিয়া বলে। তবে বলুনতো- বৈজ্ঞানিক যে লিখিয়াছে সূর্যটি পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এখন এই সূর্যটি কোথায় কি করে আছে? তখন উত্তর করিল- সূর্যটি সৌরজগতে অবস্থিত। আমি বলিলাম- মিঞা পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে তের লক্ষ গুণ বড় সূর্যটি যদি সৌরজগতে থাকিতে পারে, তবে মাত্র দশগুণ বড় বেহেশতটি আল-াহর কুদরতের সৌরজগতে থাকিতে পারিবে না কেন? তখন তাহারা বলিল- না, না দেখিয়া মানুষের কথায় বিশ্বাস করিব না। তখন আমি বলিলাম- আচ্ছা বাবা, না দেখিয়া বিশ্বাস করিবেন না। তবে আপনাকে যদি কেহ জিজ্ঞাস করে যে আপনার পিতার নাম কি? তবে কি উত্তর দিবেন? তখন বলিল- আমার পিতার যাহা নাম তাহাই বলিব। আমি বলিলাম- কেন? আপনার মার নিকট আপনার পিতা গিয়াছিল, জন্ম দিয়াছিল। তখন কি আপনি উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছিলেন? যখন উপস্থিত থাকিয়া দেখেন নাই, তখন আপনার বলা উচিৎ যে আমার বাপ নাই। আমি হারামজাদা, মানুষের কথা বাপ বিশ্বাস করিবেন কেন? তখন তাহারা পাগলের মত এক সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও গালাগালি আরম্ভ করিল। তখন আমি আপার ক্লাশ ছাড়িয়া সঙ্গিগণকে নিয়া নীচের ক্লাশে চলিয়া গেলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রিয় আত্মীয়!

এক্ষণে এ সম্পর্কে আমার আরও কয়েকটি কথা মনযোগ সহকারে শনুন। মানুষের আত্মা দেখা যায় কি? দেখা যায় না। বলেই কি অবিশ্বাস করিতে হইবে? বলুনতো বাতাস দেখা যায় কি? দেখা যায় না বলেই কি বাতাস অস্বীকার করা যাইবে? কাহারো শরীরে যদি আঘাত পায় তবে বেদনা অনুভূত হয়। তাহাও কি দেখা যায়? তাহাও কি অবিশ্বাস করা চলিবে?

২) তাহারা বলিয়া থাকে- তছবিহ্ টানিয়া কি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়? বৈজ্ঞানিকেরা তো বহু বহু জায়গা ভ্রমন করিয়া থাকে।

উত্তর ঃ স্কুলে না গিয়া, না পড়িয়া কেহ আই-এ, বি-এ ও এম-এ, পাশ করিতে পারেন কি? না, পারেন না। তবে তছবিহ্ টানার স্কুলে না গিয়া, না পড়িয়া তছবিহ্ টানার গুণ কি করিয়া পাইতে পারে? শুনুন আল-হ্ প্রিয় উম্মতের অলীগণের শান। মেরকাত নামক কিতাবে লেখা আছেঃ একজন অলীউল-হ একই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ দেহ গঠন করিয়া পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ জায়গায় হাজির থাকিতে পারে। জিন্দা অবস্থায় এবং পরলোক গমনের পরও বরং ঐ সময় তাহার রূহানী শক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বাহ্জাতুল আচ্রার নামক কেতাবে আছে সুলতানুল আওলিয়া মাহবুবে ছোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউছুল আজম শায়েখ ছৈয়দ আবদুল কাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জিলানী (রাঃ) লিখিয়াছেন যে, আমি সূর্য্যের অস্তের জায়গায় থাকিয়া উদয়ের মুরিদ যদি উলঙ্গ হইয়া যায় তবে নিশ্চয়ই তাহার কাপড় ঢাকিয়া দেই। তিনি কাছিদায়ে গাওছিয়াতে আরও লিখিয়াছেন যে, আমি একই আসনে বসিয়া আল-াহর সারাটা সৃষ্ট জগতকে দেখিয়া থাকি।

নোফখাতুল উন্‌ছ কিতাবে লিখা আছে খাজা বাহা উদ্দিন নকশেবন্দি (রাঃ) বলেন- আওলিয়া কেরামের জন্য আল-াহর এ প্রকান্ড সৃষ্ট জগতটি একটি নখের ন্যায় সংকীর্ণ আকারে তাহার সম্মুখে হাজির থাকে। তিল ও চুল পরিমাণ জিনিষ কোথাও গোপন থাকিতে পারে না।

মসনবী শরীফে লিখিত আছে, অতি গোপনের নিরাপদের ও যতনের লৌহ মাহ্‌ফুজটিও আল-াহর অলীর সামনে হাজির থাকে। লৌহ মাহ্‌ফুজ দেখিয়া দেখিয়া অলী উল-াহ্‌রা গোপন কথা বলিয়া থাকেন। মসনবী শরীফে আরও লিখিত আছে যে, বায়েজিদ (রাঃ) আবুল হাসান খারকানী (রাঃ) এর জন্মের ঊনচলি-শ বৎসর পূর্বেই কোন জায়গায় জন্ম হবেন, কোন সনে, কোন তারিখে, কোন সময়ে সমস্ত বলিয়াছিলেন। এমন কি ঐ অলী উল-াহ্‌র কবদ্‌কাঁমত রঙ ও ছুরত, মাথার চুলের নমুনা সর্ববিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঊনচলি-শ বৎসর পরে ঠিক ঠিক ফলিয়াছিল।

১) ফেকে আকার (২) জামিয়ে কবির এবং মসনবী শরীফে লিখিত আছে- হারেছ ইবনে নো'মান (রাঃ) হুজুর ছাল-াল-াহু আলাইহে ওয়াছাল-ামের দরবারে হাজির হইলে হুজুর (দঃ) বলিলেন ঃ হে হারেছ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইবনে নো'মান, তুমি কি করে মুসলমান হইলে? তুমি তো ইমানের দাওয়াত পাওনি? হারেছ ইবনে নো'মান বলিলেন- আমি সত্যিকার মুসলমান- সত্যিকার মুসলমান। অর্থাৎ কেহ শুনিয়া মুসলমান আর আমি দেখিয়া মুসলমান। এয়া রাছুলাল-াহ। আটটি বেহেশ্‌ত ও সাতটি দোযখ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। কে বেহেশ্‌তি কে দোযখী আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। তাই আমি সত্যিকার মুসলমান। তখন তাহাকে আগে অগ্রসর হইতে হুজুর (দঃ) বাঁধা দিলেন।

জগত বিখ্যাত সামী নামক কেতাবে আছে কোন এক অলীউল-াহ সূর্য্য উদয়ের জায়গায় অজু করতঃ দাঁড়াইয়া ডান কদম কাবা শরীফে রাখিয়া বাম কদম টানিয়া আনিয়া নিয়ত করতঃ কাবা শরীফে নামাজ আদায় করিয়া থাকেন। প্রমাণিত হইল আওলিয়ায়ে কেরামের জন্য উদয় ও অস্ত এক কদমের জায়গা নহে।

ক্বোরাণে পাকের ঊনিশ পাড়ায় ছুরায়ে নমলের মধ্যে আছে হযরত ছোলায়মান আলাইহে ছালাম এবং বিলকিছের ঘটনা। আছুপ ইবনে বরখিয়া ছোলায়মান আলাইহিছ ছালামের উম্মত। ছোলায়মান আলাইহেছ, ছালামের দরবার হইতে বিলকিছ রাণীর দরবার ছয় মাসের রাস্তা। বিলকিছ রাণীর সিংহাসনটি ৮০ গজ লম্বা ও ৪০ গজ চওড়া এবং ৩০ গজ উচ্চ। এক ঘরে সাতটি ঘর এবং সপ্তম ঘরে এই সিংহাসনটি স্থাপিত। আছুপ ইবনে বরখিয়া ছোলায়মান আলাইহেছ, ছালামের দরবারে হাজির থাকিয়া চক্ষের পাতি মারবার পূর্বেই বিলকিছের সিংহাসনটি ছোলায়মান আলাইহি ছালামের সম্মুখে হাজির করিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এইরূপ জ্ঞানগুণ যদি ছোলায়মান আলাইহে ছালামের উম্মতকে আল-াহ পাক দান করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরাণ মজিদ দ্বারা প্রমাণ হইল। তবে নবীগণের বাদ্‌শাহ সমস্ত নবীগণের নবী গুণাহ্‌গার উম্মতের দরদী মুহাম্মদ রাছুলুল-াহ (দঃ) এর উম্মতের কি পরিমাণ জ্ঞানগুণ থাকিতে পারে তাহা নিজেই বিচার করুন। তজন্যই বড় পীর দাস্তগীর শায়েখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রমাণ করেছেন যে, আমি সূর্য্য অস্তের জায়গায় থাকিয়া উদয়ের মুরিদের কাপড় নিশ্চয়ই ঢাকিয়া দেই। প্রকাশ থাকে যে উদয় ও অস্ত ছয় মাসের রাস্তা নহে। একটি রকেট ঘন্টায় আমি হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে। অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত আশি হাজার ঘন্টায়ও যাইতে পারিবে না? আল-াহর কুদরতের অস্ত ও উদয় অতি নিকটে নয়।

ভ্রাতৃগণ!
তছবিহ্‌ টানার মধ্যে যে আল-াহর কি গুণ দিয়াছেন, দেখাইতে গেলে অসংখ্য অগণিত দেখানো যাবে। তবে এইগুলি শুধু ইমানদারের জন্য, বেঈমানের জন্য নহে। বেঈমানেরা তো না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে না। চন্দ্রে নিজে না গিয়া পত্রিকায় দেখিয়া বিশ্বাস করিয়া নিবে, কিন্তু কিতাবের কথায় বিশ্বাস হইবে না। নাউজুবিল-াহ, নাউজুবিল-াহ।

আরও একটি কথা শুনুন, নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে কোরাণ শরীফে আবুলাহাবের প্রতি গালাগালি কেন?

উত্তর ঃ কোরণে পাকে আবু লাহাবের প্রতি গালাগালি এই জন্য যে, আবু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লাহাব হাবিবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর দুশমন ছির, কাফের ছিল। এই কাফেরের কথাটি ইমানদার পাট করিয়া ছোওয়াব এবং বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। কারণ কোরাণের এক একটি হরফ পড়িলে দশটি নেকী লাভ হয়। তবে ছুরায়ে আবু লাহাব তালাওয়াতে প্রতি হরফে দশটি করিয়া অবশ্যই লাভ হইবে। ঈমানদারের জন্য বেঈমানের জন্য নহে। তাহারা আরও বলে ধর্মে আর মানুষকে শাসন করিতে পারিবে না। এবার মানুষে ধর্মকে শাসন করিবে। এ কথাটি শুনিয়া আমি আরও দুঃখিত হইলাম।

উত্তর ঃ আমি বলি ধর্মতো মানুষকে শৃংখলা ও সুবিচারের পথে আনিয়াছে। যথা- মা, বাপ, খালা, ফুফী, স্ত্রী ও ভগ্নি তাদের মধ্যে ব্যবহারের ভেদাভেদ নজর ও দৃষ্টির ভেদাবেদ রহিয়াছে। স্ত্রীকে মার মত না জানা, মাকে স্ত্রীর মত না দেখা এ সকল ভেদাভেদইতো ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে। এক্ষণে যদি মানুষ ধর্মকে শাসন করে ত'হলে এই সমস্ত ভেদাবেদ ছাড়িয়া দিয়া মানুষ শৃগাল কুকুরের দর্ম গ্রহণ করিবে?

মানুষ ধর্মকে শাসন করিয়া কি মাকে স্ত্রীর পর্যায়ে আনিতে পারিবে? নাউজুবিল-াহ, নাউজুবিল-াহ! আল-াহ্ হেদায়েত করুন। ধর্মেতো হালাল হারামের পার্থক্য করিয়া থাকে যথা শুকুর, কুকুর, গরু, ছাগল, এক্ষণে যদি মানুষ ধর্মকে শাসন করে তবে কি শুকর, কুকুর হালাল হইবে? নাউজুবিল-াহ্। ধর্মতো পিতামাতা সন্তানসন্ততি ও ছোট বড় এবং পীর অলীর সম্মান শিক্ষা দিয়াছে। পিতামাতাকে কি পরিমাণ সম্মান করিতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হইবে। এক্ষণে যদি মানুষ ধর্মকে শাসন করে তাহা হইলে কি সন্তান সন্ততি মা বাপের তাজিম ছাড়িয়া দিয়া পশুর মত ব্যবহার করিবে? প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায় পিতাকে My dear Servent বলিয়াছেন। নাউজুবিল-াহ্।

বন্ধুগণ!
দুনিয়ার যত ভাষা শিখতে পারেন শিখেন ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ধর্মকে ছাড়িয়া দিবার মত অন্যায় আর দুনিয়াতে নাই। বন্ধুগণ, আমার একটি প্রশ্ন- বৃটিশ আমলে এই পাক ভারতের টাকা পয়সায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ফটো ছিল। বর্তমান সময়ে পাকিস্তান আমলে টাকা পয়সা ও নোটে চাঁদ তারা নাই। এই নোটটি কি পাকিস্তানে কোর্ট ট্রেজারীতে চলিবে? না, কখনো চলিবে না। তবে ইসলাম ধর্মের চাঁদ তারা মোহাম্মদ (দঃ) এর পোষাক পরিচ্ছদ। তবে ইসরামী পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিলে নিশ্চয়ই আল-াহর দরবারে অচল হইবে আচ্ছা বন্ধুগণ, এমন কোন বাঘ দুনিয়ার পাওয়া যাইবে কি? যাহার মাথা নাই, মুখ নাই, পা নাই, পেট নাই ও পিঠ নাই। না, পাওয়া যাবে না। তবে যার নামাজ নাই, রোজা নাই, টুপি নাই, দাড়ি নাই, ইসলামীয়াত নাই তবে কি করিয়া মুসলমান হইতে পারে? বড়ই দুঃখের বিষয় বন্ধুগণ, অনেকে বলিয়া থাকেন, কেবল নামাজ, রোজা, টুপি, দাড়ি, ইসলামিক পোষাক পরিচ্ছদেই মুসলমান হইবে না, বরং দিল ছাপ করিতে হইবে। দিল ছাপ না করা পর্যন্ত কোন আমলই কাজে আসিবে না। তবে শুনুন একটি গাধা খরিদ করিয়া যদি কেহ বলে যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলে না, উহাতো ভিতরগত মহিষ উপর দিয়া গাধা ভিতর দিয়া মহিষ, উপর দিয়া কুকুর ভিতর দিয়া খাসী জানা যাইতে পারে? না কখনো পারে না। তবে প্রকাশ্য ইহুদী নাছারা হিন্দুদের মত ভিতর দিয়া মুসলমান কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

বন্ধুগণ!

পৃথিবীর মধ্যে যে কোন রাষ্ট্র আইন বাদে চলিতে পারে না। তবে আল-াহর এই বিরাট রাজ্য আইন বাদে কি করিয়া চলিতে পারে? আইন পরিচালনার জন্য নিশ্চয়ই একজন প্রতিনিধির দরকার। আল-াহর আইন পরিচালনা করিবার জন্য আল-াহর প্রতিনিধির দরকার। আল-াহর আইন পরিচালনা কবিবার জন্য আল-াহর প্রতিনিধি নবী করিম (সাল-াল-াহু আলাইহেছ্ সাল-াম) এবং আল-াহর আইন কোরাণে মজিদ উক্ত কোরাণ মজিদকে অমান্য করায় আল-াহকে অমান্য করা একই কথা। কুরাণের একটি হরফকে অমান্য করিলে ইমান থাকিতে পারে না। বড়ই দুঃখের বিষয় আজকে শুনা যায় বহু মুসলমান ভাইগন বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে কেন না উহা বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। আল-াহ পাকের কোরাণ বলে অর্থাৎ আল-াহ বলেন সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে এবং পৃথিবী স্থায়ী আছে। বলুনতো- এখন কোরান মান্য করা হইল না অমান্য করা হইল? কুরাণ অমান্য করিলে আল-াহ বাকী থাকিতে পারে? তাহারা বলিয়া থাকেন বৈজ্ঞানিকেরা তো দুরবিক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে ও রকেটের দ্বারা বহু উর্দ্ধে গিয়া দেখিয়াছে পৃথিবীটি সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরে। এই কথায় প্রমাণ করা হয় যে আল-াহ অন্ধ। কোন যন্ত্র ও রকেটের সাহায্যে না দেখিয়াই বলিয়া দিয়াছে যে সূয্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঘুরে। নাউজুবিল-াহ। ঈমানদারের জন্য বিনা তর্কে আল-াহর কথা মানিয়া লওয়া উচিৎ। শুনিতে পাই বর্তমানে নাকি চলি-শজন বৈজ্ঞানিকে আল-াহ আছেন বলে প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় বাকী বৈজ্ঞানিকগন আল-াহ আছে বলে প্রমাণ করে নাই। যদি করিত তবে চলি-শজন উলে-খ হইবার কারণ কি, এবং চলি-শজনে আল-াহ আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই কথাটি কি বড় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রমাণ হইল পৃথিবী সৃষ্টি হইতে গিয়া প্রত্যেকটি পিপীলিকা আল-াহর প্রমাণ করিতেছে এবং পায়খানাতে জন্ম হয় কিরা, সেও আল-াহ প্রমাণ করে মশা, মাছি, উকুন, ছারপোকা ইত্যাদি আল-াহর প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল-াহর অস্তিতের প্রমাণ করিতেছে, কেন না সৃষ্টকে আলম বলে। আলম শব্দের অর্থ যার দ্বারা আল-াহর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনশাআল-াহ এই সম্বন্ধে সৃষ্টিতে স্রষ্টার পরিচয় নামক পুস্তকটিতে পূর্ণ আলোচনা করিব। কথিত আছে মুরগী একটি ডিম দিয়া ফকফক করিয়া থাকে ও লোকের বিতৃষ্ণা ঘটায়। কিন্তু ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা জন্মে কোন সারাশব্দ নাই ইহাতে। চলি-শজন বৈজ্ঞানিকে এইমাত্র আল-াহর অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং রকেটে চাঁদে যাওয়ার সাড়া উঠে। বন্ধুগণ, ইহাতে মনে করিবেন না যে আমি বিজ্ঞানী বিরোধী। জ্ঞান বিজ্ঞান কুরাণ। কুরাণ বাদে জ্ঞান বিজ্ঞান হইতেই পারে না। কুরাণের বিরুদ্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মাত্র।

রকেটে চাঁদে যাওয়া একটা সামান্য কথা। আল-াহর সৃষ্ট জগতে চাঁদ-সূর্য্য, আরশ-কুরসি নীম্নে তাহ্তাছ্ছারা পর্যন্ত এমন জায়গা নাই যেথায় মানুষ না যাইতে পারে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বন্ধুগণ! মরণ সত্য! সত্য!!! পরকাল সামনে, হুশিয়ার! হুশিয়ার!! হুযশিয়ার!!!

আরও বহু কথাই লিখিবার ছিল। পুস্তকখানা আকারে বড় হইবে বলিয়া শুধু সতর্কস্বরূপ সংক্ষেপ করিলাম।

বিঃ দ্রঃ- প্রকাশ থাকে যে, নাস্তিকেরা যদি যুক্তি তর্কের ভিতরে আসিতে চায় তবে আমি চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে সময় সাপেক্ষে শৃঙ্খলা ও শান্তির মাধ্যমে বাহাছ করিতে প্রস্তুত আছি। আজ এ পর্যন্ত লিখে বিদায় হইলাম। আচ্ছালামু আলায়কুম।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আলকাদরী
গ্রাম- সতরশ্রী, পোঃ-ঠাকুরকোণা,
মোমেনশাহী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিশেষ ঘোষণা

বাংলাদেশ রেজভীয় সুন্নীয়া ত্বরীকত কাফেলা নামে সংঘঠনটি সুন্নীয়ত ও ত্বরীকতের ইমানী ইসলামী গভেষনার স্বার্থে সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত ইহকাল ও পরকালে কামীয়াবী হাছেল করার লক্ষে বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকার গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ভিত্তিক মূল, যুব, মহিলা কমিটি গঠন করে সুষ্ঠ সুন্দর পরিচালনার জন্য সম্মানিত আশেকীন জাকেরীন গণের প্রতি- আন্তরিক আহ্বান জানাইতেছি।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

রাহনুমায়ে আরবা জামানার মোজাদ্দেদ গাজী আল-ামা আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল ক্বাদরী রেজভীয়া দরবার শরীফ সতরশ্রী, নেত্রকোণা।

চেয়ারম্যান (অত্র সংঘঠন)

ডাঃ আলহাজ্ব ক্বাজী ক্বারী শায়খুল হাদিছ অধ্যক্ষ মাওঃ মোঃ সিরাজুল আমিন রেজভী সুন্নী আল ক্বাদেরী

কেন্দ্রীয় অফিস

শাহ সুলতান কলেজ রোড

নেত্রকোণা ডিসি অফিস ও সার্কিট হাউজ রোডের পূর্ব পার্শ্বে।

মোবাইল : ০১৭১১-৩৯৬৩৭০, ০১৭৪১-২০৪০১২

ফোন : ৬২৩৩২

www.YaNabi.in